



(217)

কি অবস্থা। মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম বলে যে আবরার ফাহাদের

অবস্থা ভাল না, তাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমি সেখানে

যেতে চাইলে মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম আমাকে মানা করে এবং বলে

‘ওখানে পলিটিক্যাল ছাত্ররা আছে, তোর যাওয়ার দরকার নাই, শুধু

শুধু ঝামেলায় পড়বি’। তাও কিছুক্ষণ পর আমি নীচ তলা ও

দোতলার সিড়ির ল্যান্ডিং স্থানে যাই যেখানে আবরার ফাহাদেরকে

শোয়ানো অবস্থায় রাখা ছিল। সেখানে যেয়ে আমি আবরার

ফাহাদের শরীরে হাত দিয়ে দেখি একদম ঠান্ডা পাই, তার হাতের

পালস চেক করি কিন্তু পাই না। তাও ভাবি সে হয়তো সেন্সলেস

হয়ে গেছে। তারপর আমি মোয়াজ আবু হোরায়রাকে বলি

এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে। এরপর মোয়াজ আবু হোরায়রা নীচে চলে

যায়। এরপর আমি আবরার ফাহাদের মুখে পাম্প করতে থাকি।

কিছুক্ষণ পর নাজমুস সাদাত নিচ থেকে সে জায়গায় আসে এবং